17 JUL 2017

দৈনিক আমাদের সময়

টেন্ডার নিয়ে জবিতে ছাত্রলীগের সংঘর্ষ

সাংবাদিকসহ আহত ৮

জবি প্রতিনিধি ●

টেন্ডার জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) শাখা ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়েছে। এতে সাংবাদিকসহ অন্তত ৮ জন আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে তিনজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অপর একজনকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের ডায়েরি ও ক্যালেন্ডার মুদ্রণ, বাঁধাই এবং সরবরাহের দরপত্র জমা দেওয়ার নির্ধারিত সময় ছিল গতকাল ১২টা পর্যন্ত। সকাল ১০টার দিকে ছাত্রলীগের ময়মনসিংহ গ্রুপ হিসেবে পরিচিত তানভির রহমান, আনিসুর রহমান শিশির, জহির রায়হান আগুনের নেতৃত্বে একটি দরপত্র জমা দেওয়া হয়। তাদের সঙ্গে বরিশাল গ্রুপের ইব্রাহিম ফরাজিও যৌথভাবে একটি দরপত্র জমা দেন। দরপত্র জমা দিয়ে তাদের অনুসারীরা নতুন ভবনের সামনে মহড়া দিতে থাকেন। ১২টার দিকে সদ্য সাবেক সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলামের

এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ৭

টেন্ডার নিয়ে জবিতে

(শেষ পৃষ্ঠার পর) অনুসারী জুয়েল রানা 'সরকার ট্রেডার্স'-এর নামে একটি দরপত্র জমা দিতে যান। তখন ময়মনসিংহ গ্রুপের কর্মী নাদিমের নেতৃত্বে সিরাজুল ইসলামের অনুসারীদের ওপর হামলা চালানো হয়। সে সময় ঘটনার স্থিরচিত্র ধারণ করতে গেলে একটি অনলাইন নিউজ পোর্টালের সাংবাদিক আবদুল ওহাবকে মারধর করেন নাদিমসহ আরও কয়েকজন ছাত্রলীগকর্মী। একপর্যায়ে আবদুল ওহাব মাটিতে পড়ে গেলে নাদিম ও তার সঙ্গে থাকা ময়মনসিংহ গ্রুপের কর্মীরা তাকে লাথি ও ঘুষি মারতে থাকেন। এতে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লে তার সহপাঠীরা তাকে উদ্ধার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল সেন্টারে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। পরে তাকে ঢামেক হাসপাতালে পাঠানো হয়। এ সময় তার হাতে থাকা দামি মোবাইল ফোনও কেড়ে নেওয়া হয়।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র কের ক্যাম্পাসে উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজ করতে থাকে। এ সময় শাখা ছাত্রলীগের বিভিন্ন উপ-গ্রুপ পুরো ক্যাম্পাসে শোডাউন দিতে থাকে। এক পর্যায়ে বিকাল সাড়ে তিনটার দিকে সাবেক সভাপতি শরিফুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম গ্রুপের কর্মীরা যৌথভাবে মহড়া দেন। এ সময় তাদের অনুসারী মোমেন, ফয়সাল, প্রীতিজ রাজ, পোগজ স্কুলের ছাত্রলীগের সভাপতি নুহাস মিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে ময়মন-সিংহ গ্রুপের আগুনের কর্মী শান্তকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে মাথায় এলোপাতাড়ি কোপায়। আহত অবস্থায় তাকে ন্যাশনাল মেডিক্যালে নেওয়া হয়। পরে তার অবস্থা গুরুতর হলে তাকে ঢামেক হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। এ ছাড়াও আহতদের ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে ইমারজেন্সি বিভাগের সামনে আনিসুর রহমান শিশির ও জহির রায়হান আগুনের নেতৃত্বে সিরাজ গ্রুপের কর্মীদের ওপর আরেক দফা অতর্কিত হামলা করে। এ সময় সম্রাট, তৌকির, ফয়সাল আহত হন। সম্রাটের অবস্থা গুরুতর হলে তাকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এদিকে, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরে আগামী ১৯ জুলাই দুপুর তিনটার দিকে ৫৪ লাখ টাকার টেন্ডার দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। এই টেন্ডার বাগিয়ে নেওয়ার জন্যও ছাত্রলীগের একাধিক গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনা কাজ করছে।

সংঘর্ষের বিষয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ সভাপতি সাইফুর রহমান সোহাগ আমাদের সময়কে বলেন, এখনো জবি শাখা ছাত্রলীগে কোনো কমিটি দেওয়া হয়নি। যারা ক্যাম্পাসে মারামারি করেছে, তারা ছাত্রলীগের বর্তমান কমিটির কেউ নয়। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. নূর মোহাম্মদ বলেন, ক্যাম্পাসে মারামারির ঘটনা শুনেছি। তবে এখনো কোনো ধরনের লিখিত অভিযোগ পাইনি। যদি কেউ অভিযোগ করে, তা হলে আমরা যথাযথ ব্যবস্থা নেব। ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়